আগস্ট-২০২৬ মাসের মাসিক বিভাগীয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি ঃ জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রংপুর অঞ্চল, রংপুর ।

স্থান ঃ সম্মেলন কক্ষ, অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রংপুর অঞ্চল, রংপুর ।

তারিখ ঃ ১০ আগস্ট, ২০২৬ খ্রি.

সময় ঃ সকাল ১০.০০ ঘটিকা ।

সভার শুরুতে সভাপতি জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রংপুর অঞ্চল, রংপুর উপস্থিত সকল সদস্যগণকে রংপুর অঞ্চলের মাসিক বিভাগীয় সভায় যোগদানের জন্য স্বাগত জানান। অতঃপর আলোচ্যসূচির আলোকে আলোচনা শুরু করার জন্য সদস্য সচিব জনাব সৈয়দা সিফাত জাহান, উপপরিচালক, ডিএই, রংপুর অঞ্চল, রংপুর-কে আহবান জানালে তিনি সভায় উপস্থিত সকল সদস্যগণের দৃষ্টি আকর্ষন পূর্বক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান/প্রতিনিধিগণকে তাঁদের বর্তমান কার্যক্রম, ভবিষ্যত পরিকল্পনা, সমস্যা ও সমাধানের সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কে প্রস্তাব উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করেন। প্রধান/প্রতিনিধিগণের কার্যক্রম এবং উত্থাপিত প্রস্তাব সমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়। সদস্যগণের আলোচনার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২০২৬-২৭ খরিপ/১ মৌসুমে আবাদ পরিস্থিতি	২০২৬-২৭ রবি মৌসুমে আউশ আবাদ পরিস্থিতি সম্পর্কে উপপরিচালকগণ স্ব-স্ব জেলার নিম্নরূপ তথ্য উপস্থাপন করেন- **রংপুর জেলা-** আউশ আবাদ লক্ষ্যমাত্রা- ২৪৯০০ হেক্টর, অর্জন ২৩০৫০ হেক্টর (চলমান); পাট আবাদ লক্ষ্যমাত্রা- ১০৩৪০ হেক্টর, অর্জন ১১৮০০ হেক্টর; ভূট্টা আবাদ লক্ষ্যমাত্রা- ১১৭৫০ হেক্টর, অর্জন ১১৭০০ হেক্টর; শাকসবজি আবাদ লক্ষ্যমাত্রা- ১১৯৫০ হেক্টর, অর্জন ১২৯০০ হেক্টর। **গাইবান্ধা জেলা** - আউশ আবাদ লক্ষ্যমাত্রা- ১৪৫১৫ হেক্টর, অর্জন ১৩৫১০ হেক্টর; পাট আবাদ লক্ষ্যমাত্রা- ১৪২৭৫ হেক্টর, অর্জন ১৩৯৮৭ হেক্টর; ভূট্টা আবাদ লক্ষ্যমাত্রা- ৪১০ হেক্টর, অর্জন ২৪৫ হেক্টর; শাকসবজি আবাদ লক্ষ্যমাত্রা- ৫৭৪৫ হেক্টর, অর্জন ৬০৫৫ হেক্টর। **কুড়িগ্রাম জেলা** - আউশ আবাদ লক্ষ্যমাত্রা- ৬৬৩৫ হেক্টর, অর্জন ৬৬৪০ হেক্টর; পাট আবাদ লক্ষ্যমাত্রা- ১৬০৭৫ হেক্টর, অর্জন ১৫৭৫০ হেক্টর; ভূট্টা আবাদ লক্ষ্যমাত্রা- ৮৫৫ হেক্টর, অর্জন ৭৬৫ হেক্টর; শাকসবজি আবাদ লক্ষ্যমাত্রা- ৪২৭০ হেক্টর, অর্জন ৪২৯০ হেক্টর। **লালমনিরহাট জেলা** - আউশ আবাদ লক্ষ্যমাত্রা- ১০৩৬৫ হেক্টর, অর্জন ১০১৮০ হেক্টর; পাট আবাদ লক্ষ্যমাত্রা- ৪০১০ হেক্টর, অর্জন ৪০৪৫ হেক্টর; ভূট্টা আবাদ লক্ষ্যমাত্রা- ৭৫০০ হেক্টর, অর্জন ৭২৯৫ হেক্টর; শাকসবজি আবাদ লক্ষ্যমাত্রা- ৫৫০০ হেক্টর, অর্জন ৫২৬৫ হেক্টর। **নীলফামারী জেলা** - আউশ আবাদ লক্ষ্যমাত্রা- ১৮৮৫ হেক্টর, অর্জন ১৮৯০ হেক্টর; পাট আবাদ লক্ষ্যমাত্রা- ৫২৩০ হেক্টর, অর্জন ৫২১০ হেক্টর; ভূট্টা আবাদ লক্ষ্যমাত্রা- ১১৯০ হেক্টর, অর্জন ৮১০ হেক্টর; শাকসবজি আবাদ লক্ষ্যমাত্রা- ২৬২০ হেক্টর, অর্জন ২৬২০ হেক্টর।	• শস্য কর্তন শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিয়মিত মাঠ মনিটরিং করতে হবে। • লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নমুনা শস্য কর্তন করতে হবে। • শস্য কর্তন শেষ হওয়ার সাথে সাথে জাতভিত্তিক চুড়ান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	উপপরিচালক, ডিএই (সকল)
২০২৬-২৭ খরিপ/২ মৌসুমে আবাদ পরিস্থিতি	২০২৬-২৭ খরিপ-২ মৌসুমের আমান আবাদ পরিস্থিতি সম্পর্কে উপপরিচালকগণ স্ব-স্ব জেলার নিম্নরূপ তথ্য উপস্থাপন করেন- **রংপুর জেলা** - আমন আবাদ লক্ষ্যমাত্রা- ১৬৬৯৫০ হেক্টর, অর্জন ১৪৩৫৭৫ হেক্টর (চলমান); সবজি আবাদ লক্ষ্যমাত্রা ৬২৫০ হেক্টর, অর্জন ৬২৫৫ হেক্টর, গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ লক্ষ্যমাত্রা ৩৫০ হেক্টর, গ্রীষ্মকালীন মাসকলাই আবাদ লক্ষ্যমাত্রা ৩৫০ হেক্টর, অর্জন ২০০ হেক্টর (চলমান)। **গাইবান্ধা জেলা** - আমন আবাদ লক্ষ্যমাত্রা- ১৩৩১৩০ হেক্টর, অর্জন ৭৫৬২১ হেক্টর (চলমান); সবজি আবাদ লক্ষ্যমাত্রা ৩০৬৫ হেক্টর, অর্জন ১৬৭৪ হেক্টর, গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ লক্ষ্যমাত্রা ১৩৫ হেক্টর, গ্রীষ্মকালীন মাসকলাই আবাদ লক্ষ্যমাত্রা ৭৯৫ হেক্টর (চলমান)। **কুড়িগ্রাম জেলা** - আমন আবাদ লক্ষ্যমাত্রা- ১২১৬০০ হেক্টর, অর্জন ১০৬৪৭০ হেক্টর (চলমান); সবজি আবাদ লক্ষ্যমাত্রা ২৪০০ হেক্টর, অর্জন- ১২২০ হেক্টর, গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ লক্ষ্যমাত্রা ২০০ হেক্টর, গ্রীষ্মকালীন মাসকলাই আবাদ লক্ষ্যমাত্রা ১১০০ হেক্টর (চলমান)। **লালমনিরহাট জেলা** - আমন আবাদ লক্ষ্যমাত্রা- ৮৬৬৫০ হেক্টর, অর্জন ৮৪৪৫৭ হেক্টর	• লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জন না হওয়া পর্যন্ত মনিটরিং জোরদারকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। • আমনের লাইন, লোগো, পার্চিং নিশ্চিত করতে হবে। • সার্ভিলেন্স, আলোক ফাঁদসহ অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।	উপপরিচালক, ডিএই (সকল)

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(চলমান); সবজি আবাদ লক্ষ্যমাত্রা ৩৩২৫ হেক্টর, অর্জন- ২৮৭৫ হেক্টর, গ্রীষ্মকালীন মাসকলাই আবাদ লক্ষ্যমাত্রা ৭৫ হেক্টর (চলমান)। **নীলফামারী জেলা** - আমন আবাদ লক্ষ্যমাত্রা- ১১৩২২০ হেক্টর, অর্জন ১০৪৪৫৫ হেক্টর (চলমান); সবজি আবাদ লক্ষ্যমাত্রা ১৬৬৫ হেক্টর, অর্জন- ৬০৫ হেক্টর, গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ লক্ষ্যমাত্রা ১৩৫ হেক্টর, গ্রীষ্মকালীন মাসকলাই আবাদ লক্ষ্যমাত্রা ৭০ হেক্টর (চলমান)।		
রাসায়নিক সার পরিস্থিতি	ডিএই'র উপপরিচালকগণ জানান, আপাততঃ কোন জেলায় রাসায়নিক সারের কোন সংকট বা বিতরণে কোন সমস্যা নেই। ডিলার পর্যায়ে কোথাও সারের অস্বাভাবিক মজুদ কিংবা অধিক মূল্যে সার বিক্রি হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়নি। কোথাও কোথাও সার ডিলারগণের ক্যাশ মেমোর সাথে বিক্রয়ের মিল পাওয়া যাচ্ছে না বলে অতিরিক্ত পরিচালক তথ্য উপস্থাপন করেন।	সারের উত্তোলন, বিতরণ ও মজুদ পরিস্থিতি যথাযথ রাখার ক্ষেত্রে মনিটরিং জোরদারকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপপরিচালক (সকল), ডিএই, রংপুর অঞ্চল, রংপুর
হর্টিকালচার সেন্টার	উপপরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টার, বুড়িরহাট, রংপুর জানান যে, • তার সেন্টারে নিয়মিত চারা/কলম উৎপাদন চলমান রয়েছে। • মাতৃবাগান স্থাপন ও বিভিন্ন ফলের জার্মপ্লাজম সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। • আগাম শীতকালীন সবজির চারা উৎপাদনের কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। • গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চারা উৎপাদনের কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে ও নির্দিষ্ট পরিমাণ চারা বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। • মাশরুমের স্পন বা বীজ উৎপাদন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। • আম, লিচু, কাঁঠাল, সঠিক সময়ে প্রুনিং করতে হবে এবং বর্ষা মৌষুমে গাছের গোড়ায় বেড়ে ওঠা আগাছা পরিষ্কার ও সঠিক পরিচর্যা গ্রহন করতে হবে। গাছের বয়স অনুযায়ী সার প্রয়োগের ব্যবস্থা গহেন করতে হবে। উপপরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টার, গাইবান্ধা জানান, • ২০২৬-২৭ অর্থবছরে আম বীজের চারা ২০০০০টি ও কলম চারা ২০০০০টি, লিচু কলম চারা ৩০০০টি, মাল্টা কলম চারা ৪০০০টি, লেবু কলম চারা ২৫০০টি, জলপাই বীজের চারা ২০০০টি, কাঠাল বীজের চারা ১৫০০০টি ও কলম চারা ৫০০টি, ডালিম বীজের চারা ৪০০টি ও কলম চারা ২০০০টি, জাম্বুরা বীজের চারা ২৫০০টি ও কলম চারা ৪০০টি, আমলকি বীজের চারা ১০০০টি, পেয়ারা কলম চারা ৫০০০টি, নিম বীজের চারা ১০০০০টি, জামরুল কলম চারা ৫০০টি, কামরাঙ্গা বীজের চারা ৩০০টি ও কলম চারা ৩০০টি, জাম বীজের চারা ১০০০টি ও কলম চারা ১০০টি, বরই বীজের চারা ১০০০টি ও কলম চারা ৫০০টি বিভিন্ন ফুলের চারা ৫০০টি, কলম চারা ৬০০০টি এবং অন্যান্য চারা ৫০০০টি মজুদ আছে। • ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের রুটস্টক উৎপাদন ও চারা কলম তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে যাতে সরকার নির্ধারিত মূল্যে সহজে কৃষক চারা ক্রয় করতে পারে। • বর্তমান সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক এ বছরে বিভিন্ন জাতের আমের ১০০টি, কাঠবাদাম ১০টি, বিভিন্ন জাতের জাম্বুরা ১০টি, থাই জলপাই ৫টি, বারোমাসি আঠাবিহীন কাঠাল ইয়োলো ১০টি, বারোমাসি আঠাবিহীন কাঠাল পিংক ১০টি, বিভিন্ন জাতের ফুল, হেজ ও পাতাবাহার জাতীয় গাছ রোপন করা হয়েছে। এবং বিভিন্ন জাতের লংগান, এভোকাডো, পার্সিমন, জুজুবি ও আঙ্গুর ইত্যাদি ফলের চারা রোপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। • ৩০জুন/২০২৫ সালে বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের সমাপ্তির পর অদ্যাবধি অত্র সেন্টারে রাজস্ব কিংবা প্রকল্পের আওতায় কোন আর্থিক বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। হর্টিকালচার উইং থেকে ঘূর্ণয়মান তহবিল হতে ৫ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে অতি স্বল্প পরিসরে সেন্টারের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। নতুন সেন্টার হিসেবে এখানে জমি সমান, মাটি ভরাট, রাস্তাঘাট তৈরি, মাতৃবাগান সৃজন, মাতৃবাগানের পরিচর্যা অত্যন্ত জরুরী। অর্থ ও জনবল সংকটের কারণে এ সেন্টারটিকে টিকে রাখা অত্যন্ত চ্যালেন্জ হয়ে দায়িছে। প্রতিনিয়ত সেন্টার থেকে ফল, গাছপালাসহ বিভিন্ন উপকরণ চুরি হচ্ছে।	বিভিন্ন উন্নত জাতের ফল ও সবজির মানসম্মত চারা উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় চারা হর্টিকালচার সেন্টার থেকে গ্রহনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপপরিচালক (সকল), ডিএই, রংপুর অঞ্চল, রংপুর এবং উপপরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টার, বুড়িরহাট, রংপুর/ গাইবান্ধা

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সীমানা প্রাচীরের অধিকাংশ জায়গার লোহার এঙ্গেলসহ কাঁটাতার চুরি হয়ে গেছে ও এখনো যাচ্ছে। সন্ধ্যা হলে চোরসহ নেশাখোরদের উৎপাত বেড়ে যায়। উত্তরাঞ্চলের একটি বিরাট সম্ভাবনাময় সেন্টার হলো গাইবান্ধা হর্টিকালচার সেন্টার। এখানে প্রায় ৫০০০ টি মাতৃগাছ রয়েছে। সেন্টারটিকে এখনি কোন প্রকল্প বা রাজস্ব খাতে না নেওয়ায় মাতৃবাগানসহ অনেক সম্পদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।সেন্টারটি রক্ষার স্বার্থে অতিদ্রুত রাজস্বখাতে বা প্রকল্পের আওতায় আনা জরুরী। এ সেন্টারটিকে রাজস্ব খাতে নিলে গাইবান্ধাসহ উত্তরাঞ্চলের কৃষিতে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং কৃষকদের দারিদ্রতা হ্রাস ও পুষ্টি উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।		
এটিআই	অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), এটিআই, গাইবান্ধা জানান, • রোপা আমন ধান চাষের জন্য জমি প্রস্তুত ও রেপনের কাজ চলছে। শিখন প্লটের জন্য ধানের ২৫টি জাত স্থাপন/ক্রপ মিউজিয়াম কার্যক্রম চলমান। • ছাত্রছাত্রীদের বাস্তবভিত্তিক কৃষি শিক্ষা ও উদ্যোক্তা দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষে মাশরুম উৎপাদন, অটো রাইস মিলসহ বিভিন্ন সফল কৃষি ও কৃষিভিত্তিক উদ্যোক্তা কার্যক্রম পরিদর্শনের আয়োজন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে শিক্ষার্থীরা উদ্যোক্তা কার্যক্রমের বাস্তব অভিজ্ঞতা, উৎপাদন প্রক্রিয়া, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায়িক সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারনা লাভ করে, যা তাদের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সহায়ক হবে। • ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের বীজ/চারা সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান। মূখ্য প্রশিক্ষ, এটিআই, রংপুর জানান, • রোপা আমন জাত পরিচিতির জন্য ব্রি ধান ১১২ পর্যন্ত মোট ৫৯ টি ভ্যারাইটি রোপন করা হয়েছে। • ক্যাম্পাসে নারিকেল চারা লাগানো হয়েছে। • লিফলেট বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	ছাত্র-ছাত্রীদের বাস্তবধর্মী কৃষি শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	অধ্যক্ষ এটিআই, তাজহাট, রংপুর/গাইবান্ধা
কৃষি তথ্য সার্ভিস	আঞ্চলিক বেতার কৃষি কর্মকর্তা কৃষি কথায় লেখা প্রদানের আহ্বান জানান, একই সাথে কৃষকদের সাফল্যগাঁথা সংগ্রহে বিভিন্ন দপ্তরের সহযোগিতা কামনা করেন। কৃষি কথার গ্রাহক বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপপরিচালকগণকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের অনুরোধ জানান।	কৃষি কথায় লেখা প্রদানের ও কৃষি কথার গ্রাহক বৃদ্ধির লক্ষ্যে সহযোগিতার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, (সকল জেলা)
উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র	অতিরিক্ত উপপরিচালক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, বুড়িমারী, পাটগ্রাম জানান যে, তার পোর্ট দিয়ে এখন পর্যন্ত ৮ মে.টন কাঁচামরিচ, ৬০ মে.টন বড়/কালো এলাচ আমদানী হয়েছে। তার দপ্তরের রাজস্ব আদায় হয়েছে ১৩,০০০/- টাকা।	• রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রম গুরুত্বের সাথে সম্পাদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	অতিরিক্ত উপপরিচালক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, বুড়িমারী, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৬/৮/১৫

(মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
অতিরিক্ত পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
রংপুর অঞ্চল, রংপুর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
রংপুর অঞ্চল, রংপুর।

স্মারক নং-১২.০১.৮৫০০.০০৯.০০১.০৬.০০৯৫.২৬/ ১০২৫(২০) তারিখ- ২৫/০৬/২০২৫খ্রিঃ

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ

১. অধ্যক্ষ, এটিআই, তাজহাট, রংপুর/গাইবান্ধা।
২. আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, রংপুর।
৩. উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রংপুর/ গাইবান্ধা/ কুড়িগ্রাম/ লালমনিরহাট/ নীলফামারী জেলা।
৪. উপপরিচালক, হর্টিকালচার সেন্টার, বুড়িরহাট, রংপুর/ বাংলাবাজার, গাইবান্ধা।
৫. সিনিয়র মনিটরিং অফিসর, পার্টনার প্রোগ্রাম, রংপুর অঞ্চল, রংপুর।
৬. প্রকল্প পরিচালক, আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রংপুর অঞ্চলে টেকসই কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প।
৭. আঞ্চলিক প্রকল্প কর্মকর্তা, এসএসিপি-রেইনস্ প্রকল্প, রংপুর অঞ্চল, রংপুর।
৮. আঞ্চলিক সমন্বয়ক, কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প।
৯. আঞ্চলিক বেতার কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি তথ্য সার্ভিস, রংপুর।
১০. অতিরিক্ত উপপরিচালক, সংগনিরোধ কেন্দ্র, বুড়িমারী, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট।
১১. সিনিয়র কৃষি প্রকৌশলী, অত্র দপ্তর।
১২. উদ্যান বিশেষজ্ঞ, অত্র দপ্তর।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

১. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২. পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

২৫/০৬/২৫

(সৈয়দা সিফাত জাহান)
উপপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
রংপুর অঞ্চল, রংপুর
২৫/০৬/২৫